ইবিতে র‍্যাগিং, আবারও ৫ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

০৩ অক্টোবর, ২০২৩ ১৭:১৫

শেয়ার

অ +

অ -

প্রতীকী ছবি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) নবীন শিক্ষার্থীকে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে আরো দুই শিক্ষার্থীকে স্থায়ী বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় আরো তিনজনকে এক বছরের জন্য বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়। এর আগে এক নবীন ছাত্রীকে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে চলতি বছরেই পাঁচ ছাত্রীকে স্থায়ী বহিষ্কার করেছিল প্রশাসন।

মঙ্গলবার (৩ অক্টোবর) ছাত্র-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে ভাঙচুরের ঘটনায় এক শিক্ষার্থীকে স্থায়ী বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভা শেষে প্রক্টর অধ্যাপক শাহাদৎ হোসেন আজাদ ও ছাত্র-উপদেষ্টা অধ্যাপক শেলীনা নাসরীন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

সভা সূত্রে জানা যায়, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগের এক নবীন শিক্ষার্থীকে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ পেয়ে তদন্ত করে প্রশাসন। তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ছাত্র-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় বিভাগটির ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের হিশাম নাজির শুভ ও মিজানুর রহমান ইমনকে স্থায়ী বহিষ্কার, একই শিক্ষাবর্ষের শাহরিয়ার পুলক, শেখ সালাউদ্দীন সাকিব ও সাদমান সাকিব আকিবকে এক বছরের জন্য বহিষ্কারের জন্য সুপারিশ করা হয়।

এদিকে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তের ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ করেছেন অভিযুক্তদের সহপাঠীরা। তারা বিকেল ৪টায় প্রধান ফটক অবরোধ করেন। ফলে বিকেল ৪টায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের গাড়ি ছেড়ে যেতে পারেনি। তাদের দাবি, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ না দিয়েই বহিষ্কার করা হয়েছে, এটি অযৌক্তিক।

তারা অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়ার দাবি জানান।

বিক্ষোভস্থলে উপস্থিত হয়ে সহকারী প্রক্টর আমজাদ হোসেন বলেন, এখনো রেজুলেশন হয়নি। তাদেরকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হবে। নোটিশ পাওয়ার আগেই বিক্ষোভ অযৌক্তিক।

নিয়ম অনুযায়ী, স্থায়ী বহিষ্কারের আগেই শিক্ষার্থীদের সাময়িক বহিষ্কার করে কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয়।

এ ছাড়া ছাত্র-শৃঙ্খলা কমিটির এই সিদ্ধান্ত সিন্ডিকেটে সুপারিশ আকারে যাবে। সেখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এ ছাড়া ১০ জুলাই চিকিৎসাকেন্দ্রে ভাঙচুর ও চিকিৎসকদের সঙ্গে অশোভন আচরণের অভিযোগে আইন বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রেজোয়ান সিদ্দিক কাব্যকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তার সঙ্গে থাকা সালমান আজিজ ও আতিক আরমানকে সতর্ক করা হয়েছে। কাব্যকে এর আগেও পৃথক ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়।